10 JAN 2017

আয়-ব্যয়ের হিসাব দিতে বাধ্য করুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে

আইনে বাধ্যবাধকতা থাকলেও সরকারের কাছে আয়-ব্যয়ের হিসাব দিচ্ছে না অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। আবার যারা দিচ্ছে, তারাও দিচ্ছে অনিয়মিত। মাত্র ৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মিত আয়ব্যয়ের হিসাব মন্ত্রণালয় ও মঞ্জুরি কমিশনে জমা দিচ্ছে। এ নিয়ে গত বৃহস্পতিবার একটি জাতীয় দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) বলছে, দেশে ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৯টি তাদের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেনি। আর এক বছর পূর্ণ না হওয়ায় ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় হিসাবের বাইরে থাকবে। এছাড়া ৮০টি বিশ্ববিদ্যালয় আয়-ব্যয় এবং এ সংক্রান্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ও কমিশনে জমা দিতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এক্ষেত্রে আইন মানছে না।

ইউজিসি জানিয়েছে, এ ব্যাপারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছে বারবার তাগিদ দিলেও কাজ হচ্ছে না। বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা কোন নীতিমালা না মেনে ইচ্ছেমতো অর্থ ব্যয় করেন। শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি বাবদ আদায় করা টাকা ব্যাংকে জমা না দিয়ে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা ইচ্ছেমতো খরচ করেন। এভাবে ব্যয়ের কারণে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষামানের উন্নয়নে কোন অর্থ ব্যয় করা হয় না। এ কারণে আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং এ সংক্রান্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় ও মঞ্জুরি কমিশনে জমা দিতে অনাগ্রহ।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে অনেক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে এটি অন্যতম।

মাত্র ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মিত আয়-ব্যয়ের হিসাব দিলেও বাকিগুলো কেন দিচ্ছে না এবং সেগুলোর বিরুদ্ধে কেন কোন আইনি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না, সেটাই প্রশ্ন। তাগাদা দেয়ার পরও যেহেতু কোন কাজ হচ্ছে না, সেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া ছাড়া মন্ত্রণালয় বা ইউজিসির সামনে অন্য কোন পথ নেই বলে আমরা মনে করি। এভাবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা টাকা নিয়ে যথেচ্ছাচার করছে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা অথচ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেই কেন? নিয়মানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেবে এবং শিক্ষার মানের উন্নয়নে অর্থ ব্যয় করবে। অথচ এসবের কিছুই করা হয় না। এবং নির্বিকার দর্শক হয়ে রয়েছে মন্ত্রণালয় ও মঞ্জুরি কমিশন। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আয়-ব্যয়ের হিসাব আদায় করতে হবে। তারা যদি দিতে না চায় তাহলে বাধ্য করতে হবে অথবা আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।